গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত)

Implementation Manual for the Programme on Stipend for the Students with Disabilities.

(Revised)

সমাজসেবা অধিদফতর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
২০১৩

সূচিপত্র

অনুচ্ছেদ নম্বর	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১	পটভূমি	৪
২	সংজ্ঞা	৫-৬
৩	প্রতিবন্ধীত্বের ধরণ ও শ্রেণীবিন্যাস	৬
৪	প্রতিবন্ধীদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান	৬
৫	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৭
৬	কর্মসূচি বাস্তবায়নের কৌশল	৭
৭	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ	৭
৮	কর্মসূচির পরিধি	৭
৮.২	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি আওতাভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৮
৯	সমীক্ষা/তথ্য সংগ্রহ	৮
১০	প্রার্থী নির্বাচনের মানদন্ড	৮
১১	ভাতা প্রাপকের যোগ্যতা ও শর্তাবলী	৯
১২	ভাতা প্রাপ্তির অযোগ্যতা	৯
১৩	উপবৃত্তি প্রদানের স্তর ও পরিমাণ	৯
১৪	প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি	১০
	১৩.১ বাছাই কমিটি	১০
	১৩.২ উপবৃত্তি প্রদানের জন্য প্রচার ও দরখাস্ত আহবান	১০
	১৩.৩ প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া	১০-১১
১৫	যে সকল কারণে উপবৃত্তি বাতিল করা যাবে	১১
১৬	উপবৃত্তি পরিশোধ পদ্ধতি	১১-১২
১৭	স্তর পরিবর্তন	১২-১৩
১৮	উপবৃত্তি গ্রহণকারীর তালিকা ও অন্যান্য তথ্যাদি সংরক্ষণ পদ্ধতি	১৩
১৯	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	১৩-১৪
২০.	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটিসমূহ	১৫
	২০.১ উপজেলা কমিটি	১৫
	২০.১.১ কমিটির রূপরেখা	১৫
	২০.১.২ কমিটির কার্যপরিধি	১৫

অনুচ্ছেদ নম্বর	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
	২০.২.০মহানগর/জেরা শহর এলাকায় উপবৃত্তি কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি	১৬
	২০.২.১ কমিটি গঠন	১৬
	২০.২.২ কমিটির কার্যপরিধি	১৬
	২০.৩.০ জেলা স্টিয়ারিং কমিটি	১৭
	২০.৩.১ কমিটির রূপরেখা	১৭
	২০.৩.২ কমিটির কর্মপরিধি	১৭
	২০.৪.০ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি	১৮
	২০.৪.১ কমিটি রূপরেখা	১৮
	২০.৪.২ কমিটির কর্মপরিধি	১৮
	২০.৫.০ সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	১৯
	২০.৫.১ কমিটির রূপরেখা	১৯
	২০.৫.২ কমিটির কর্মপরিধি	১৯
২১	নীতমালা সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন সংক্রান্ত নির্দেশনা	১৯
২২	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচির তথ্য সংগ্রহ ফরম/রেজিষ্টার	২০
২৩	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি মঞ্জুরীর আবেদন পত্র	২১
২৪	উপবৃত্তি প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের তালিকা সম্বলিত রেজিষ্টার এর নমুনা	২২
২৫	উপবৃত্তি প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অপেক্ষমাণ তালিকা সম্বলিত রেজিষ্টার এর নমুনা	২৩
২৬	বরাদ্দ প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য ও শিক্ষার্থী ভিত্তিক উপবৃত্তি পরিশোধ সংক্রান্ত নমুনা ‘ছক’	২৪

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা

১. পটভূমিঃ

পৃথিবীর অন্যান্য কল্যাণ রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশ সরকারও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে দেশের দুঃস্থ, অবহেলিত, পশ্চাৎপদ, দরিদ্র, এতিম, প্রতিবন্ধী এবং অনগ্রসর মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ব্যাপক ও বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সরকার তার সাংবিধানিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

১.১ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি :

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি এবং দায়িত্ববোধের পরিবর্তন লক্ষণীয়। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণসহ আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রতিবন্ধী বিষয়ক বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণের অঙ্গিকার প্রদান করছে। তথাপি পৃথিবীর প্রায় দেশেই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সাধারণতঃ সমাজের অনগ্রসর ও দরিদ্রতম এবং পরনির্ভরশীল অংশ হিসেবেই রয়ে গেছে। অনগ্রসর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫, ১৭, ২০ এবং ২৯ অনুচ্ছেদে অন্যান্য নাগরিকদের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমসুযোগ ও অধিকার প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতাহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ পরিস্থিতিজনিত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ এর তফসিল 'ঝ' অংশে সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত অধ্যায়ে বেকার, অসহায়, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ভাতা প্রবর্তনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া এ আইনের আওতায় গঠিত জাতীয় প্রতিবন্ধীকল্যাণ সমন্বয় কমিটি কর্তৃক প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্ম-পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রম সময়সীমা নির্ধারণপূর্বক বাস্তবায়িত হচ্ছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬১ তম অধিবেশনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ অনুমোদিত হয়, যা ৩ মে, ২০০৮ তারিখ থেকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন হিসেবে কার্যকর হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার উক্ত সনদে স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে এবং এর ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধি-বিধানেও স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে।

১.২ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দরিদ্র, অসহায়, সুবিধা বঞ্চিত প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের শিক্ষা লাভের সহায়তা হিসেবে সরকার ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে 'প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান' কর্মসূচি প্রবর্তন করেছে।

০২. সংজ্ঞাঃ

২.১.প্রতিবন্ধী ব্যক্তি :

বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন,২০০১ এর ৩ ধারা অনুযায়ী “প্রতিবন্ধী” অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি-

(ক) জন্মগতভাবে বা রোগাক্রান্ত হইয়া বা দুর্ঘটনায় আহত হইয়া বা অপচিকিৎসায় বা অন্য কোন কারণে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা বুদ্ধিতে ভারসাম্যহীন; এবং

(খ) উক্তরূপ বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতার ফলে-

(অ) স্থায়ীভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতাহীন; এবং

(আ) স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম।

২.২. প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১ এর ধারা ৩ (২) এর উপধারার (১) এ বর্ণিত সংজ্ঞার আওতায় প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণ :

(ক) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী অর্থাৎ যাহার-

(অ) এক চোখের দৃষ্টি শক্তি নাই; বা
(আ) উভয় চোখের দৃষ্টি শক্তি নাই।

(খ) শারীরিক প্রতিবন্ধী যাহার-

(অ) একটি বা উভয় হাত নাই; বা

(আ) কোন হাত পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ বা স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা এইরূপ দুর্বল যে, উপধারা (১) এর (ক) ও (খ) দফায় বর্ণিত অবস্থা তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; বা

(ই) একটি বা উভয় পা নাই; বা

(ঈ) কোন পা পূর্ণ বা আংশিকভাবে অবশ বা স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা এইরূপ দুর্বল যে, উপধারা (১) এর (ক) ও (খ) দফায় বর্ণিত অবস্থা তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; বা

(উ) শারীরিক গঠন বিকৃত বা অস্বাভাবিক; বা

(ঊ) স্নায়ুবিক বৈকল্যের কারণে স্থায়ীভাবে শারীরিক ভারসাম্য নাই;

(গ) শ্রবণ প্রতিবন্ধী অর্থাৎ যাহার অপেক্ষাকৃত সুস্থ কানের শ্রবণ ক্ষমতা, সাধারণ কথোপকথন শ্রবণের ক্ষেত্রে, ৪০ ডেসিবল (ধ্বনির একক) বা ততোধিক মাত্রায় নষ্ট, ক্ষতিগ্রস্ত বা অকার্যকর;

(ঘ)বাক প্রতিবন্ধী অর্থাৎ যাহার স্বাভাবিক অর্থবোধক ধ্বনি উচ্চারণ করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিনষ্ট বা অকার্যকর;

(ঙ) বুদ্ধি (মানসিক) প্রতিবন্ধী অর্থাৎ যাহার-

(অ) বয়:বৃদ্ধির সংগে স্বাভাবিক বুদ্ধির পূর্ণতা ঘটে নাই বা যাহার বুদ্ধাংক স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা কম; বা

(আ) মানসিক ভারসাম্য নাই বা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নষ্ট হইয়াছে;

(চ) বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী অর্থাৎ যাহার উপরি-উল্লিখিত একাধিক প্রতিবন্ধিতা রহিয়াছে।

(ছ) সমন্বয় কমিটি কর্তৃক ঘোষিত অন্য কোন প্রতিবন্ধী।

০৩. প্রতিবন্ধীত্বের ধরণ ও শ্রেণী বিন্যাস :

প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন-২০০১ অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ৫ ভাগে ভাগ করা হয়; যথা-

১. শ্রবণ প্রতিবন্ধী

২. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী

৩. বাক প্রতিবন্ধী

৪. বুদ্ধি প্রতিবন্ধী

৫. শারীরিক প্রতিবন্ধী

এছাড়াও অটিষ্টিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে।

টীকা: অটিজম অর্থ মস্তিস্কের স্বাভাবিক বিকাশের প্রতিবন্ধকতা, যা একটি শিশুর জন্মের ৩ (তিন) বছরের ভিতর প্রকাশ পেয়ে থাকে। 'অটিজম' এ আক্রান্ত শিশু/ব্যক্তি তার বয়সোপযোগী মৌখিক/অমৌখিক যোগাযোগ, সামাজিক আচরণ, ভাব বিনিময় ও কল্পনাযুক্ত খেলাধুলা করতে পারে না এবং একই ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। অটিস্টিক শিশুদের চেহারা বা অবয়ব স্বাভাবিক শিশুদের মত এবং সাধারনত: তাঁদের শারীরিক কোন সমস্যা থাকে না। অনেক প্রতিভাবান অটিস্টিক শিশুদের মাঝে ছবি আঁকা, গান, কম্পিউটার কিংবা গণিত বিষয়ে অনেক দক্ষতা থাকে।

০৪. প্রতিবন্ধীদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান :

প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে তথ্য সংরক্ষণ ও প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন,২০০১ এর ১৩ (খ) ধারা এবং ১৫ এর (১) ও (২) উপধারা অনুযায়ী উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় তাঁর জেলাধীন স্থায়ীভাবে বসবাসরত সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন করবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে একটি নিবন্ধন বই (পরিশিষ্ট-১) সংরক্ষণ করবেন। নিবন্ধিত প্রতিবন্ধীকে জেলা কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে উপপরিচালক পরিচয়পত্র প্রদান করবেন।

পরিচয় পত্রের নমুনা:

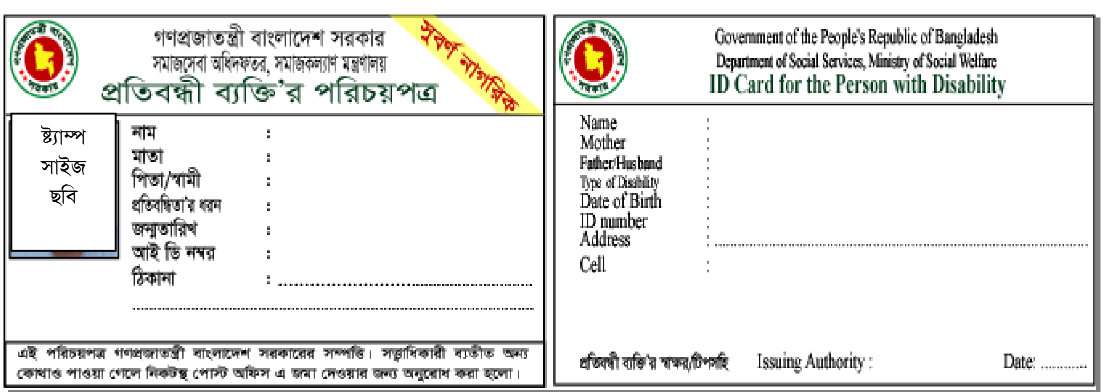
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি'র পরিচয়পত্র
সুবর্ণ নাগরিক

স্ট্যাম্প সাইজ ছবি

নাম :
মাতা :
পিতা/স্বামী :
প্রতিবন্ধিতা'র ধরন :
জন্মতারিখ :
আই ডি নম্বর :
ঠিকানা : ....

এই পরিচয়পত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্পত্তি। সত্ত্বাধিকারী ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া গেলে নিকটস্থ পোস্ট অফিস এ জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Department of Social Services, Ministry of Social Welfare
ID Card for the Person with Disability

Name :
Mother :
Father/Husband :
Type of Disability :
Date of Birth :
ID number :
Address : ....
Cell :

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি'র স্বাক্ষর/টিপসই   Issuing Authority :   Date: ....

০৫.কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি প্রদত্ত সাংবিধানিক ও আইনগত প্রতিশ্রুতিপূরণ;
২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন ও সমাজের মূলধারায় আণয়ন;
৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গমনোপযোগী দরিদ্র পরিবারের প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের ভর্তির হার বৃদ্ধিকরণ;
৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধিকরণ;
৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধকরণ;
৬. শিক্ষা চক্রের সমাপ্তি হার বৃদ্ধিকরণ;
৭. প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের সুশিক্ষায় শিক্ষিতকরণে সহায়তা প্রদান;
৮. জাতীয় উন্নয়নে প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি;
৯. প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা জাগ্রতকরণ;
১০. দরিদ্র প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলা;
১১. দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ এলাকার প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করা।

০৬. কর্মসূচি বাস্তবায়নের কৌশল:

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ এবং তার মাধ্যমে প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণপূর্বক সমাজসেবা অধিদফতরের জনবল, স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ, জনপ্রতিনিধি ও সুধীজনের সহযোগীতায় এ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করে তালিকা প্রণয়ন করে বরাদ্দ অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে।

০৭.বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ :

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদফতর প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। এ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং উপজেলা ও শহর সমাজসেবা কার্যালয়সমূহের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিদ্যমান জনবল, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় সম্পাদিত হবে।

(খ) এ কর্মসূচি সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধানের জন্য মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে “সামাজিক নিরাপত্তা বলয়” কর্মসূচি সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি থাকবে। তাছাড়া জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে জেলা স্টিয়ারিং কমিটি এবং জাতীয় পর্যায়ে সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি থাকবে।

০৮. কর্মসূচির পরিধি :

৮.১ সমগ্র বাংলাদেশ অর্থাৎ দেশের ৬৪টি জেলার সকল শ্রেণীর পৌরসভা ও পল্লী এলাকার ইউনিয়নের ওয়ার্ড এবং সিটিকর্পোরেশনের থানাসমূহে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সকল ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীগণ প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতাভুক্ত হবে।

৮.২ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতাভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :

১. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
২. সরকারি, রেজিস্টার্ড বেসরকারি ও সরকারি তালিকাভুক্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়;
৩. সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়;
৪. সরকারি ও বেসরকারি কলেজ;
৫. সরকার কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সকল মাদ্রাসা;
৬. সরকারি ও সরকার অনুমোদিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়;
৭. পাবলিক ও সরকার অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়;
৮. সরকার অনুমোদিত কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
৯. সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বেসরকারি/স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান পরিচালিত সকল শ্রেণীর প্রতিবন্ধী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

০৯.সমীক্ষা/তথ্য সংগ্রহ :

উপজেলা/শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা তার এলাকাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যয়নরত প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষা অফিসার এর সহায়তায় নির্ধারিত ফরমে **(পরিশিষ্ট-১) তথ্য সংগ্রহ** করবেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিবন্ধীতার মাত্রা অনুসারে অর্থাৎ মৃদু, মাঝারি ও চরম এ ৩টি বিষয় বিবেচনা করে ৩ টি তালিকা প্রণয়ন করবেন।

সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা অফিসার এ সংক্রান্ত তথ্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ও সমাজসেবা অধিদফতরে প্রেরণ করবেন। তাছাড়া তাঁর অফিসে একটি রেজিস্টারে এ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে ইউনিয়ন/পৌরসভা/থানা/উপজেলা/ মহানগর এলাকায় সরকার কর্তৃক স্থাপিত তথ্য সেবা কেন্দ্রসমূহে এ তথ্য সরবরাহ করবে।

১০.প্রার্থী নির্বাচনের মানদন্ড :

১.প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে।
২. উপবৃত্তি প্রাপককে অবশ্যই বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১ এর সংজ্ঞানুযায়ী প্রতিবন্ধী হতে হবে।
৩. উপবৃত্তি প্রাপকের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় আনতে হবে ।
৪. উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীতার মাত্রা তীব্র,মাঝারি ও মৃদু এই ক্রমধারা বিবেচনায় আনতে হবে।
৫. দরিদ্র, ভূমিহীন ও গৃহহীন প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীগণ উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।
৬. সমাজসেবা অধিদফতর/জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিবন্ধী বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীগণ অগ্রাধিকার পাবে।
৭. সরকার কর্তৃক স্বীকৃত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত প্রতিবন্ধী বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবে।
৮. এসিডদগ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্যকোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে।

৯. এতিম/অনাথ, দুঃস্থ, আদিবাসী, দলিত হরিজন, বেদে সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী এবং প্রতিবন্ধী পথশিশু শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানে অগ্রাধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে।

১১. উপবৃত্তি প্রাপকের যোগ্যতা ও শর্তাবলী :

১. প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন-২০০১ অনুযায়ী জেলা সমাজসেবা কার্যালয় হতে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র গ্রহণ করতে হবে। যে জেলার স্থায়ী বাসিন্দা সে জেলা হতে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র গ্রহণ করতে হবে;

২. ২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী হতে হবে;

৩. ৮.২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী হতে হবে;

৪. বয়স ৫ বছর বা তদুর্ধ হতে হবে;

৫. অভিভাবকের বার্ষিক আয় ৩৬,০০০ (ছত্রিশ হাজার) টাকার উর্ধ্বে নয় এমন প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী;

৬. তালিকাভূক্ত ছাত্রছাত্রীকে ক্লাসে উপস্থিতির হার মাসে কমপক্ষে ৫০% থাকতে হবে;

৭. তালিকাভূক্ত ছাত্রছাত্রীকে নিয়মিত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণসহ বার্ষিক পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হতে হবে;

৮. কোন প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী নতুনভাবে স্কুলে ভর্তি হলে উল্লিখিত ৬ ও ৭ এ বর্ণিত শর্তাবলী তার জন্য শিথিলযোগ্য; তবে পরবর্তীতে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে;

৯. বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ক্যাচমেন্ট এলাকার দরিদ্র প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী হতে হবে।

১২.উপবৃত্তি প্রাপ্তির অযোগ্যতা :

১. সরকার কর্তৃক স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত না হলে;

২. প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী কোন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত হলে;

৩. প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্য কোন ভাতা বা শিক্ষা অধিদফতর কর্তৃক প্রদত্ত উপবৃত্তি প্রতিবন্ধী উপবৃত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে ।

১৩.উপবৃত্তি প্রদানের স্তর ও পরিমাণ :

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে সনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। অধ্যায়নরত প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার শ্রেণী বিন্যাসে ৪ (চার) টি স্তরে বিভক্ত করে উপবৃত্তির অর্থ প্রদান করা হবে। যা নিম্নরূপ-

১. **প্রাথমিক স্তর** (১ম শ্রেণী হতে ৫ম শ্রেণী/সমমান পর্যন্ত)'এ অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু মাসিক ৩০০ (তিনশত) টাকা;

২. **মাধ্যমিক স্তর** (৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে ১০ম শ্রেণী/সমমান পর্যন্ত)'এ অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু মাসিক ৪৫০ (চারশত পঞ্চাশ) টাকা;

৩. **উচ্চ মাধ্যমিক স্তর** (একাদশ শ্রেণী হতে দ্বাদশ শ্রেণী/সমমান পর্যন্ত)'এ অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু মাসিক ৬০০ (ছয়শত) টাকা; এবং

৪. **উচ্চতর স্তর** (স্নাতক হতে স্নাতকোত্তর শ্রেণী/সমমান পর্যন্ত)’ এ অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু মাসিক ১০০০ (এক হাজার) টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে।

বি:দ্রঃ স্তর ভিত্তিক শিক্ষা উপবৃত্তির হার বৃদ্ধি/হ্রাসের ক্ষমতা সরকার সংরক্ষণ করবেন।

১৪.প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি :

১৪.১ বাছাই কমিটি :

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ **১৯.০** এ বর্ণিত কমিটিসমূহ নির্দিষ্ট কর্মপরিধি অনুযায়ী শিক্ষার্থী নির্বাচন ও উপবৃত্তি বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৪.২ প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদানের জন্য প্রচার ও দরখাস্ত আহবান :

১. শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদানের জন্য অফিসিয়াল সার্কুলার জারী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সর্বসাধারণকে অবগত করে দরখাস্ত আহবান করতে হবে।

২. প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি গ্রহণে আগ্রহী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীগণকে উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা বরাবর এবং মহানগর ও জেলা পর্যায়ের পৌরসভা এলাকায় শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা বরাবর নির্ধারিত ফরম (পরিশিষ্ট-২) এ আবেদন করতে হবে।

১৪.৩ প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া :

১. উপজেলা/শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা, প্রাপ্ত আবেদনের আলোকে একটি প্রাথমিক তালিকা (তালিকা-১) প্রস্তুত করবেন। প্রস্তুতকৃত তালিকা অনুযায়ী সমাজসেবা কর্মকর্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাগণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সহায়তায় উপবৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতা বিবেচনায় এনে অপর একটি অগ্রাধিকার তালিকা (তালিকা-২) প্রস্তুত করবেন।

২. উক্ত তালিকা ও প্রাপ্ত আবেদনসমূহ উপজেলা বাস্তবায়ন কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং বাস্তবায়ন কমিটি আবেদনপত্রসমূহ যাচাই বাছাই করে চূড়ান্ত তালিকা (তালিকা-৩) অনুমোদন করবেন। অনুমোদিত চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী উপজেলা/শহর সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়ে ছবিসহ একটি রেজিস্টার (পরিশিষ্ট-৩) সংরক্ষণ করতে হবে। একই সাথে একটি অপেক্ষমান তালিকা (তালিকা-৪) প্রণয়ন করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত একটি রেজিষ্টার (পরিশিষ্ট-৪) সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. প্রাথমিক তালিকা প্রণয়নের ১ (এক) মাসের মধ্যে সমাজসেবা কর্মকর্তা বা তাঁর প্রতিনিধি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সুবিধাভোগীদের তালিকা যাচাই করবেন এবং যদি কোন উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যায় কিংবা যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ না করে কিংবা লেখা পড়া বন্ধ করে দেয় কিংবা মৃত্যুবরণ করে তাহলে পরবর্তী ১ (এক) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন কমিটির সভা আহবান করে এ বিষয়ে তালিকাসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন এবং যদি কোন শিক্ষার্থী উপবৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতার শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয় তবে উপবৃত্তি প্রদানের আদেশ বাতিল করে তার স্থলে অপেক্ষমান তালিকা হতে ঐ প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। ঐ

প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী না থাকলে উপজেলা/থানার অধীন অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে অনুরূপ স্তরের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী পাওয়া যাবে, সে প্রতিষ্ঠান হতে উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. কোন এলাকার জন্য নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী পাওয়া না গেলে জেলাধীন অন্য এলাকায়, যেখানে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশী, জেলা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সে এলাকায় স্থানান্তর করা যাবে।

৫. বিশেষ বিবেচনায় কিংবা প্রাকৃতিক দূর্যোগ কিংবা সরকার কর্তৃক ঘোষিত বিশেষ এলাকা অর্থাৎ দরিদ্র, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ এলাকার (চর, পাহাড়ী, দুর্যোগপ্রবণ,উপকূলীয় ও দূর্গম এলাকা) জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিশেষ কোটা সংরক্ষণ করতে পারবে।

৬. সরকার জাতীয় স্বার্থে বিশেষ বিবেচনায় বাংলাদেশের যে কোন এলাকার জন্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি খাতে সাধারণ বরাদ্দের অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৭. এ নীতিমালা জারীর পর হতে বিদ্যমান বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উক্তবরাদ্দের ১০% পর্যন্ত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিশেষ কোটা হিসেবে সংরক্ষণ করে জরুরী বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ভাতাভোগী নির্বাচন ও তা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

১৫. যে সকল কারণে উপবৃত্তি বাতিল করা যাবে :

১. কোন যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত একটানা ৩ মাস ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে উপবৃত্তি প্রদানের আদেশ বাতিল করা যাবে;

২. যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ না করলে;

৩. উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য তালিকাভূক্তির পর ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলে তার উপবৃত্তি বাতিল হবে, নতুন ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠানে তার নাম অন্তর্ভূক্ত করা যাবে;

৪. মৃত্যুবরণ করলে কিংবা উপবৃত্তি গ্রহণে ইচ্ছুক না হলে;

৫. প্রতিবন্ধী অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলে।

১৬. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি পরিশোধ পদ্ধতি :

১. উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা এবং মহানগর/জেলা শহর এলাকায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন)/(সার্বিক) ও সংশিষ্ট শহর সমাজসেবা কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত 'প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি' শিরোনামে যে কোন তফসিলি ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা করবেন।

২. ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ সোনালী/ জনতা/অগ্রণী/ বিকেবি/ যেকোন তফসিলি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের অনুকুলে ছাড় করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক সমাজসেবা অধিদফতর প্রণীত ব্যয় বিভাজন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অর্থ অনুচ্ছেদ ১৬ (১) এ বর্ণিত ব্যাংক হিসাবে ন্যস্ত করা হবে।

৩. সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী/বৈধ অভিভাবকের নামে সমাজসেবা কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার বেয়ারার চেক ইস্যু করবেন।

৪. উপজেলা/শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ/ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীর হাতে উপবৃত্তির চেক প্রদান করবেন।

৫. অক্ষমতা জনিত কারণে অথবা অন্য কোন সঙ্গত কারণে উপবৃত্তির অর্থ গ্রহণে অসমর্থ হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নিশ্চিত হয়ে উপবৃত্তি গ্রহণকারীর বৈধ অভিভাবককে উপবৃত্তির চেক প্রদান করতে পারবেন।

৬. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তির অর্থ জানুয়ারী - ডিসেম্বর ভিত্তিতে প্রদান করা হবে। উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর শ্রেণীর ক্ষেত্রে শিক্ষাবর্ষ জুলাই হতে জুন ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে।

৭. কোন অর্থ বছরের ছাড়কৃত অর্থ পরবর্তী অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসের মধ্যে বিতরণ করা সম্ভব না হলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য (শিক্ষাবর্ষ- জানুয়ারী হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত) অব্যয়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এর কেন্দ্রীয় হিসেবে জমা প্রদান করতে হবে অথবা সরকার নির্দেশিত/ অনুমোদিত উপায়ে উক্ত অর্থ বিশেষ তহবিলে সংরক্ষণপূর্বক অর্থ বছরের বাইরে পুঞ্জিকা বর্ষের অবশিষ্ট মাসের জন্য উক্ত তহবিল হতে উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যাবে। উক্ত তহবিল হতে ব্যয়কৃত অর্থের হিসাব যথানিয়মে সরকারের নিকট দাখিল করা হবে।

১৭. স্তর পরিবর্তন:

স্তর পরিবর্তন জনিত কারণে উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে:

১. কোনো প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী **১**ম শ্রেণীতে ভর্তি হলে তাকে জানুয়ারী মাস হতে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে এবং প্রাইমারী স্তর সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ঐ স্তরের জন্য নির্ধারিত হারে উপবৃত্তি পেতে থাকবে।

২. কোনো প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ৫ম শ্রেণী হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হলে তাকে জানুয়ারী মাস হতে মাধ্যমিক স্তরের জন্য নির্ধারিত হারে (বরাদ্দ সাপেক্ষে) উপবৃত্তি প্রদান করতে হবে। তার স্থলে প্রাইমারী স্তরের (ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের অধীন অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা জেলাধীন অন্য কোনো উপজেলা/শহর এলাকার আওতাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে নির্বাচনপূর্বক উপবৃত্তি প্রদান করে উপজেলা/শহর সমাজসেবা অফিসার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালকদের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদফতরকে অবহিত করতে হবে এবং মাধ্যমিক স্তর সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ঐ স্তরের জন্য নির্ধারিত হারে উপবৃত্তি পেতে থাকবে। জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে নির্বাচিতদের একটি তালিকা সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. এসএসসি/সমমান পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত উপবৃত্তির অর্থ প্রদান করতে হবে। অত:পর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী কর্তৃক উপবৃত্তি গ্রহণের পরের মাস হতে মাধ্যমিক স্তরের (ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের অধীন অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা জেলাধীন অন্য কোন উপজেলা/শহর এলাকার আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে নির্বাচনপূর্বক উপবৃত্তি প্রদান করে সমাজসেবা অধিদফতরকে অবহিত করতে হবে।

৪. উচ্চমাধ্যমিক স্তরে নতুন ভর্তিকৃত/অধ্যায়নরত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে জুলাই মাস হতে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের জন্য নির্ধারিত হারে উপবৃত্তি প্রদান করতে হবে। তবে তিনি মাধ্যমিক স্তরে উপবৃত্তি পেয়ে থাকলে যে মাস পর্যন্ত উপবৃত্তি গ্রহণ করেছেন তার পরের মাস হতে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের হারে উপবৃত্তি পাবেন। তিনি উচ্চতর স্তরে ভর্তির পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত উচ্চমাধ্যমিক স্তরের জন্য নির্ধারিত

হারে (বরাদ্দ সাপেক্ষে) উপবৃত্তি পাবেন। অত:পর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী কর্তৃক উপবৃত্তি গ্রহণের পরের মাস হতে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের (ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের অধীন অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা জেলাধীন অন্য কোনো উপজেলা/শহর এলাকার আওতাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে নির্বাচনপূর্বক উপবৃত্তি প্রদান করে সমাজসেবা অধিদফতরকে অবহিত করতে হবে।

৫. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী উচ্চতর স্তরে ভর্তি হওয়ার পর জুলাই মাস হতে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে এবং শিক্ষা সমাপনী না হওয়া পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রাপ্তির শর্তপূরণ সাপেক্ষে উপবৃত্তি পেতে থাকবেন। অত:পর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী কর্তৃক উপবৃত্তি গ্রহণের পরের মাস হতে উচতর স্তরের (ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা উপজেলা/শহর সমাজরসবা কার্যালয়ের অধীন অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা জেলাধীন অন্য কোন উপজেলা/শহর এলাকার আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে নির্বাচনপূর্বক উপবৃত্তি প্রদান করে সমাজসেবা অধিদফতরকে অবহিত করতে হবে।

৬. প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে পরবর্তী অর্থবছরের জন্য স্ড়্র পরিবর্তনের কারণে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের জন্য বিদ্যমান কোটা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি খাতে সম্ভাব্য কত টাকার প্রয়োজন হবে তার একটি চাহিদা সমাজসেবা অধিদফতরে প্রেরণ করতে হবে। সমাজসেবা অধিদফতর উক্ত চাহিদার আলোকে মধ্যমেয়াদী বাজেটে এ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৮. ভাতাভোগীর তালিকা ও অন্যান্য তথ্যাদি সংরক্ষণ পদ্ধতি :

১. সমাজসেবা অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত জরিপে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের সনাক্ত করতে হবে। সনাক্তকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের জরিপের তথ্যাবলী একটি রেজিষ্টারে(পরিশিষ্ট-২) লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং একই সাথে সম্পাদিত জরিপের ফরম কার্যালয়ে সযত্নে সংরক্ষণ করতে হবে। জরিপ একটি চলমান প্রক্রিয়া বিধায় এরূপভাবে সম্পাদিত জরিপে নতুন প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের নাম উক্ত রেজিষ্টারে ধারাবহিকভাবে লিপিবদ্ধকরণপূর্বক সংরক্ষণ করতে হবে। উপবৃত্তি গ্রহণকারীদের নামের তালিকার একাধিক সফট কপি ও হার্ড কপি সংরক্ষণ করতে হবে যাতে এ কার্যক্রমের আওতায় ডাটা বেইজ তৈরিতে সহায়ক হয়।

২. কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত ও মঞ্জুরীকৃত অর্থের হিসাব সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়সমূহ ১ (এক) টি কেন্দ্রীয় ক্যাশবহিতে (পরিশিষ্ট-৫) বরাদ্দকৃত অর্থ লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করবেন।

৩. কার্যবিবরণী সংরক্ষণ ঃ সকল পর্যায়ের কমিটি কর্তৃক কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তবলী কার্যবিবরণী রেজিস্টারে সংরক্ষণ করবেন।

১৯.পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন :

১. জাতীয় পর্যায়ে একটি কর্মসূচি সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের গুরুত্ব অপরিসীম। সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচী সুদৃঢ়করণে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রমের প্রভাব, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন/পরিবর্তন, পরবর্তী পরিকল্পনা/কর্মসূচী গ্রহণের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদফতরে একটি শক্তিশালী যুগোপযোগী পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান সেল থাকবে।

২. উপজেলা/শহর সমাজসেবা অফিসারগণ প্রতি মাসে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কর্মসূচির অগ্রগতির প্রতিবেদন জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-পরিচালকগণের নিকট প্রেরণ করবেন। জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-পরিচালকগণ প্রতি মাসের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সমন্বিত ও একীভূত করে সমাজসেবা অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করবেন।

৩. উপ-পরিচালক ও উপজেলা/শহর সমাজসেবা অফিসারদের পাশাপাশি জেলা স্টিয়ারিং কমিটি ও উপজেলা/শহর পর্যায়ে গঠিত বাস্তবায়ন কমিটি এ কর্মসূচির সার্বিক বিষয়াদি পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। সদর কার্যালয়ে গঠিত মনিটরিং সেলে নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে নিয়মিতভাবে উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয় পরিচালিত এ কর্মসূচি পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। তাছাড়া বর্ণিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য গঠিত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি ও সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচি সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি প্রতি বছর বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়নপূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪. সরকারী/বেসরকারী পর্যায়ে গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম এর সার্বিক মূল্যায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হবে।

২০.০ উপজেলা কমিটি:

২০.১ কমিটির গঠন:

১. উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান	- সভাপতি
২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-সহসভাপতি
৩. উপজেলা পরিেষদের ভাইস চেয়ারম্যানগণ	- সদস্য
৪. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	-সদস্য
৫. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	- সদস্য
৬. উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	- সদস্য
৭. থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	- সদস্য
৮. সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপক	- সদস্য
৯. উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	- সদস্য
১০. উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	- সদস্য
১১. উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	- সদস্য
১২. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ	- সদস্য
১৩. উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রতিনিধি ১ (এক) জন	- সদস্য
১৪. উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	- সদস্য-সচিব

বি: দ্রঃ

১) সংশ্লিস্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য উপজেলা পর্যায়ের কমিটিসমূহের উপদেষ্টা হিসেবে প্রয়োজনীয় উপদেষনা দান করবেন।

২) স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ/প্রতিনিধি (সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ এর প্রতিনিধি অগ্রগণ্য) স্থানীয় প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট সংগঠন, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠন হতে কমিটি অনধিক ৩ (তিন) জন সদস্য প্রয়োজনে কো-অপ্ট করতে পারবে।

২০.১.২ কমিটির কর্মপরিধি :

১. উপবৃত্তি প্রদানের জন্য প্রার্থী নির্বাচন;

২. প্রার্থীদের উপবৃত্তি প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

৩. কর্মসূচী বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;

৪. উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে যে কোন সমস্যা নিরসন;

৫. কর্মসূচী বাস্তবায়ন, তদারকি, পরিদর্শন, মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;

৬. উচ্চতর কমিটির নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং উচ্চতর কমিটির নিকট সুপারিশ প্রেরণ;

৭. পদাধিকারবলে নির্বাচিত সদস্য ব্যতীত অন্যান্য সদস্যদের মেয়াদ হবে তিন বছর;

৮. উপজেলা কমিটি বছরে কমপক্ষে চারটি সভায় মিলিত হবে।

২০.২.০ মহানগর/জেলা শহর এলাকায় উপবৃত্তি কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি :

২০.২.১ কমিটির গঠন :

১.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন)/(সার্বিক)	- সভাপতি
২.	মাননীয় স্থানীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি - ২ (দুই) জন (১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা)	- সদস্য
৩.	মেয়রের প্রতিনিধি ১ (এক) জন	- সদস্য
৪.	সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি	- সদস্য
৫.	পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি	- সদস্য
৬.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	- সদস্য
৭.	জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	- সদস্য
৮.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	- সদস্য
৯.	জেলা তথ্য অফিসার	- সদস্য
১০.	সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ম্যানেজার	- সদস্য
১১.	শহর সমাজসেবা অফিসার	- সদস্য-সচিব

বিঃ দ্রঃ ১. সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের প্রতিনিধি, প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট সংগঠন, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠন হতে কমিটি প্রয়োজনে অনধিক ৩ (তিন) জন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

২. সিটি কর্পোরেশন এলাকার ক্ষেত্রে প্রতিটি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের আওতায় একটি পৃথক কমিটি থাকবে।

২০.২.২ মহানগর/জেলা শহর এলাকায় উপবৃত্তি কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটির কর্মপরিধি :

১. উপবৃত্তি প্রদানের জন্য প্রার্থী বাছাই।

২. নির্বাচিত প্রার্থীদের উপবৃত্তি প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।

৩. কর্মসূচী বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

৪. উপবৃত্তি প্রদানে যে কোন সমস্যা নিরসন।

৫. কর্মসূচী বাস্তবায়ন, তদারকি, পরিদর্শন, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ ।

৬. উচ্চতর কমিটির নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং উচ্চতর কমিটির নিকট সুপারিশ প্রেরণ।

৭. এ কমিটি বছরে কমপক্ষে চারটি সভায় মিলিত হবে।

২০.৩.০ জেলা স্টিয়ারিং কমিটি:

২০.৩.১ কমিটির গঠন:

১.	জেলা প্রশাসক/পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান	- সভাপতি
২.	পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি	- সদস্য
৩.	জেলার সকল মাননীয় স্থানীয় সংসদ সদস্যের ১ জন করে প্রতিনিধি	- সদস্য
৪.	মেয়রের প্রতিনিধি (সিটি কর্পোরেশনভুক্ত জেলা)	- সদস্য
৫.	মেয়র (সিটি কর্পোরেশন বহির্ভুত জেলা)	- সদস্য
৬.	জেলার সকল উপজেলা চেয়ারম্যান	- সদস্য
৭.	সিভিল সার্জন	- সদস্য
৮.	পুলিশ সুপার	- সদস্য
৯.	জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রতিনিধি	- সদস্য
১০.	জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের সহসভাপতি(জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের সদস্য)	- সদস্য
১১.	জেলা শিক্ষা অফিসার	- সদস্য
১২.	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	- সদস্য
১৩.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	- সদস্য
১৪.	জেলা তথ্য অফিসার	- সদস্য
১৫.	মহাব্যবস্থপক/সহকারী মহাব্যবস্থাপক,সোনালী/জনতা/অগ্রণী/ বাংলাদেশ কৃষি/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	- সদস্য
১৬.	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	- সদস্য সচিব

বি: দ্র: ১. সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ, প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট সংগঠন, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠন হতে কমিটি প্রয়োজনে অনধিক ৩(তিন) জন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

২০.৩.২ কমিটির কর্মপরিধি:

১. জেলার আওতাধীন উপজেলা ও শহর অঞ্চলের উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়নের সার্বিক তত্ত্বাবধান;

২. উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা সমাধান;

৩. পরিদর্শন/মনিটরিং এবং জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির নিকট সুপারিশ প্রেরণ;

৪. উপজেলা ও শহর অঞ্চলের প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে আপত্তি মীমাংসার জন্য অ্যাপিলেট বডি হিসেবে দায়িত্ব পালন;

৫. জেলা স্টিয়ারিং কমিটি বছরে কমপক্ষে ৩ টি সভায় মিলিত হবে।

২০.৪.০জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি :

২০.৪.১ কমিটির গঠন :

১.	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	- সভাপতি
২.	অর্থ মন্ত্রণালয়ের এর প্রতিনিধি(যুগ্ম সচিবের নীচে নয়)	- সদস্য
৩.	স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি(যুগ্ম সচিবের নীচে নয়)	- সদস্য
৪.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রতিনিধি (যুগ্ম সচিবের নীচে নয়)	- সদস্য
৫.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্ম সচিবের নীচে নয়)	- সদস্য
৬.	যুগ্ম সচিব(কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট), সমাজকল্যামন্ত্রণালয	- সদস্য
৭.	খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	- সদস্য
৮.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্ম সচিবের নীচে নয়)	- সদস্য
৯.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্ম সচিবের নীচে নয়)	- সদস্য
১০.	প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি (মহাপরিচালকের নীচে নয়)	- সদস্য
১১.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	- সদস্য
১২.	মহাব্যবস্থাপক, সোনালী/জনতা/অগ্রণী/বাংলাদেশ কৃষি/রাজশাহী কৃঃ উঃ ব্যাংক	- সদস্য
১৩.	সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ জন মহিলা প্রতিনিধি	- সদস্য
১৪.	মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর	- সদস্য সচিব

বিঃ দ্রঃ শিক্ষাবিদ, প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট সংগঠন, গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠন হতে সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনে অনধিক ৩ (তিন) জন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

২০.৪.২ কমিটির কর্মপরিধি :

১. প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম এর অগ্রগতি তদারকিকরণ;

২. উচ্চ পর্যায়ের সমন্বয় ও সুপারিশমালা প্রণয়ন;

৩. পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

৪. প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচী বাস্তবায়নকালে উদ্ভুত সমস্যা নিরসনে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান;

৫. জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি বছরে অন্তত: ৩ টি সভায় মিলিত হবে।

২০.৬.০.**সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচি সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা** কমিটি ঃ

২০.৬.১ **কমিটির গঠন :**

১.	মাননীয় অর্থ মন্ত্রী	- সভাপতি।
২.	মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৩.	মাননীয় মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৪.	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৫.	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	- সদস্য

২০.৬.২ **কমিটির কর্মপরিধি :**

১. প্রতি বৎসর মার্চ মাসে কমিটির বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং উক্ত সভায় বয়স্কভাতা প্রদান কর্মসূচির পূর্ববর্তী বৎসরের সার্বিক মূল্যায়ন ও পরবর্তী বৎসরের বাজেট নির্ধারণ করা;

২. অক্ষম প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা বিতরণ কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন এবং পরবর্তী বৎসরের বাজেট নির্ধারণ করা;

৩. বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা বিতরণের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন এবং পরবর্তী বৎসরের এ সংক্রান্ত বাজেট প্রণয়ন করা;

৪. অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম, প্রার্থী বাছাইয়ে অনুমোদিত নীতিমালার সার্বিক তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন এবং এ সংক্রান্ত বাজেট প্রণয়ন করা;

৫. দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালভাতা বিতরণ কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন এবং বাজেট নির্ধারণ করা; এবং

৬. প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন এবং বাজেট নির্ধারণ করা।

২০.৬.৩ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২০.৬.৪ কমিটি বছরে অন্ততঃ১ (এক) বার সভায় মিলিত হবে। প্রয়োজনে বিশেষ সভা আহবান করা যাবে।

২১. সরকার প্রয়োজনবোধে নীতিমালার সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

পরিশিষ্ট - ১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফতর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচির তথ্য সংগ্রহ ফরম/রেজিষ্টার

উপজেলা/ইউসিডি'র নাম :

জেলার নাম :

ক্র: নং	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর নাম (বাংলা ও ইংরেজি)	পিতার নাম	মাতার নাম	গ্রামের নাম	জন্ম তারিখ	বয়স	জাতীয় পরিচিতি/ জন্ম নিবন্ধন নং	ধর্ম	লিঙ্গ	অধ্যয়নরত শ্রেণী	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	বৈধ অভিভাবকের নাম ও ঠিকানা	অভিভাবকের পেশা	পরিবারের বার্ষিক আয়	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	*প্রতিবন্ধীত্বের ধরণ ও মাত্রা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭

....
ইউনিয়ন সমাজকর্মী/টি আই স্বাক্ষর

....
ফিল্ড সুপারভাইজার স্বাক্ষর

....
সমাজসেবা কর্মকর্তার স্বাক্ষর

* প্রতিবন্ধিতার ধরণ: (১) শারীরিক, (২) দৃষ্টি, (৩) শবণ, (৪) বাক, (৫) বুদ্ধি, (৬) বহুমাত্রা (৭) অটিস্টিক (৮) অন্যান্য ।
* প্রতিবন্ধিতার মাত্রা:(১)মৃদু, (২) মাঝারি ও (৩)তীব্র।

ফরম-২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফতর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
(প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি মঞ্জুরীর আবেদন পত্র)

বরাবর

উপজেলা/শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা
উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়
....

বিষয়: প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি মঞ্জুরীর আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি একজন ....প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রী। আমি সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দকৃত শিক্ষা উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য আবেদন করছি। আমার সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হল :

১. নাম : ক) বাংলায়:..(খ) ইংরেজীতে:...

২.পিতার নাম :...৩. মাতার নাম :...

৪. জন্ম স্থান:............................ ৫. ধর্ম:....................৬. বৈবাহিক অবস্থা:...................৭.লিঙ্গ:............

৮. ক. বর্তমান ঠিকানা : খ. স্থায়ী ঠিকানা :

....
....
....

৯. জাতীয় পরিচিতি নম্বর/জন্ম নিবন্ধন নম্বর: .... ১০.ক) জন্ম তারিখ: ....

(খ) জন্ম তারিখ অনুযায়ী বয়স : ....বছর.........মাস.........দিন।

১১. সমাজসেবা অধিদফতরের নিবন্ধন নম্বর:......................................

১২. ক) প্রতিবন্ধিতার ধরণ : ....খ) প্রতিবন্ধিতারমাত্রা.......................................

১৩.ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম :....................................(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:..............................।

গ) ভর্তির তারিখ: ....ঘ) অধ্যয়নরত শ্রেণী.............ঙ) শাখা.........চ) রোল নং.....................।

ছ) বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজি নং ....(নবম হতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের জন্য)।

১৪. ক) অভিভাবকের নাম :.................................... খ) সম্পর্ক : ....।

(পিতা/ মাতা/ ভাই/ বোন/দাদা/ দাদী / নানা/ নানী/চাচা/ চাচী/ মামা/মামী অথবা অন্য কোন বৈধ অভিভাবক)

১৫. অভিভাবকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা :ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা : .... খ) পেশা: ....

গ) জমির পরিমান: .... (একর) ঘ) বার্ষিক আয় :................... ঙ) পরিবারের সদস্য সংখ্যা:...........

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

অভিভাবকের স্বাক্ষর

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের মন্তব্যসহ স্বাক্ষর : ....

ইউনিয়ন/পৌর সমাজকর্মীর মন্তব্যসহ স্বাক্ষর : ....

ফিল্ড সুপারভাইজারের মন্তব্যসহ স্বাক্ষর : ....

সমাজসেবা কর্মকর্তা ও সদস্য সচিবের
স্বাক্ষর, তারিখ ও সিল।

* প্রতিবন্ধিতার ধরণ: (১) শারীরিক, (২) দৃষ্টি, (৩) শবণ, (৪) বাক, (৫) বুদ্ধি, (৬) বহুমাত্রা (৭) অটিস্টিক (৮) অন্যান্য ।

* প্রতিবন্ধিতার মাত্রা:(১)মৃদু, (২) মাঝারি ও (৩)তীব্র।

পরিশিষ্ট-৩

উপবৃত্তি প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের তালিকা সম্বলিত রেজিষ্টার:

উপজেলা/ইউসিডি'র নাম ঃ
জেলার নামঃ

ক্রঃ নং	উপবৃত্তি প্রাপকের নাম (বাংলা ও ইংরেজি)	পিতার নাম	মাতার নাম	জন্ম তারিখ	ঠিকানা	জাতীয় পরিচিতি/জন্ম নিবন্ধন নং	লিঙ্গ	ধর্ম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	অধ্যায়নরত শ্রেণী	সমাজসেবা অধিদফতরের নিবন্ধন নং	নিবন্ধনের তারিখ	বাস্তবায়ন কমিটির সভার নম্বর ও তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১.														
২.														
৩.														
৪.														
৫.														
৬.														
৭.														
৮.														
৯.														

বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিবের স্বাক্ষর ও তারিখ
(সীল মোহর)

বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর ও তারিখ
(সীল মোহর)

পরিশিষ্ট-৪

উপবৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতা সম্পন্ন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অপেক্ষমান তালিকা সম্বলিত রেজিষ্টার:
উপজেলা/ইউসিডি'র নাম :
জেলার নাম:

ক্রঃ নং	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর নাম (বাংলা ও ইংরেজি)	পিতার নাম	মাতার নাম	জন্ম তারিখ	ঠিকানা	জাতীয় পরিচিতি/জন্ম নিবন্ধন নং	জেন্ডার	ধর্ম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	পাঠরত শ্রেণী	সমাজসেবা অধিদফতরের নিবন্ধন নং	নিবন্ধনের তারিখ	বাস্তবায়ন কমিটির সভার নম্বর ও তারিখ	পতিস্থাপন সংক্রান্ত তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১.														
২.														
৩.														
৪.														
৫.														
৬.														
৭.														
৮.														
৯.														

বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিবের স্বাক্ষর ও তারিখ
(সীল মোহর)

বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর ও তারিখ
(সীল মোহর)

পরিশিষ্ট-৫

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি পরিশোধ সংক্রান্ত রেজিস্টার (ক্যাশ বই) সংরক্ষণের নমুনা 'ছক'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমাজসেবা অধিদফতর

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়..........

(ক) বরাদ্দ প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য :

ক্রমিক নং	বরাদ্দ পত্রের স্মারক নং ও তারিখ	সময়কাল (কিস্তি অনুযায়ী)	স্তর ভিত্তিক উপকারভোগীর সংখ্যা				বরাদ্দের ধরণ অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমাণ		ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ		অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	
			প্রা: স্তর	মাা: স্তর	উচ্চ মা: স্তর	উচ্চতর স্তর	উপবৃত্তি খাতে	আনুসাংগিক ও অন্যান্য	উপবৃত্তি খাতে	আনুসাংগিক ও অন্যান্য	উপবৃত্তি খাতে	আনুসাংগিক ও অন্যান্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩

(খ) শিক্ষার্থী ভিত্তিক উপবৃত্তি পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রঃ নং	প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীর নাম	পিতা ও মাতার নাম	গ্রামের নাম	বহি নং	বয়স	মাসিক উপবৃত্তি পরিশোধের বিবরণ													মন্তব্য
						জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	মোট	
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.	১১.	১২.	১৩.	১৪.	১৫	১৬.	১	১৮	১৯	২০.
১.																			
২.																			
৩.																			

সমাজসেবা কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

ফিল্ড সুপারভাইজারের স্বাক্ষর

ইউনিয়ন সমাজকর্মীর নাম ও স্বাক্ষর ঃ